



শেষ হলো বেইজিং অলিম্পিক

পদক তালিকার শীর্ষে চীন

ওয়াসিম খান পলাশ

প্যারিস থেকে



জ্যামাইকার উসাইন বোল্ট ৩ টি বিশ্ব রেকর্ড ও স্বর্ণ জয়ের হ্যাটট্রিক

১০০ মি রেসে দ্রুততম মানবী জ্যামাইকার ফেজার

শেষ হয়ে গেল বেইজিং অলিম্পিক। সাথে সাথে আরও একটি অলিম্পিক স্থান করে নিল ইতিহাসের পাতায়। এবারের বেইজিং অলিম্পিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি ব্যর্থতার অলিম্পিক হয়ে থাকবে অলিম্পিক ইতিহাসে। হারিয়ে গেল কার্ল লুইস, বেনজনসনদের গড়া ইতিহাস গুলো। কোন আমেরিকান পারেনি স্বজাতিদের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়তে। আথলেটিক্সে জ্যামাইকা নামের দেশটি কেড়ে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। এছাড়া রাশিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া আমেরিকার স্প্রিন্টারদের গতি থামিয়ে দিয়েছে এবার। এবারের অলিম্পিকের ৩৮ টি বিশ্বরেকর্ড আর ৮৫ টি অলিম্পিক রেকর্ড ইতিহাস হয়ে থাকবে।

পদক তালিকায় শীর্ষ ১০টি দেশ	Tota
1 China	51 21 28 100
2 United States	36 38 36 110
3 Russian Fed	23 21 28 72

পদক তালিকায় শীর্ষ ১০টি দেশ		Total	
		I	
4	 Great Britain	19 13 15	47
5	 Germany	16 10 15	41
6	 Australia	14 15 17	46
7	 Korea	13 10 8	31
8	 Japan	9 6 10	25
9	 Italy	8 10 10	28
10	 France	7 16 17	40

৩০২ টি সোনার লড়াইয়ে নেমেছিল ২০৪ টি দেশের ১০ হাজারের ও বেশি ক্রীড়াবিদ। কোন অর্থ পুরস্কার নয় শুধুমাত্র জাতীয়তা বোধের টানে একটি মেডেল জিতে রেকর্ড বুকে নিজের দেশকে উপস্থাপন করা। অলিম্পিক শেষ হয়ে গেলেও এর রেশ থাকবে আরও কিছুদিন। অফিস – আদালত, ক্যাফে – রেস্তোরাঁ, কলেজ – বিশ্ববিদ্যালয় সব আড্ডাতেই আলোচিত হবে আরও কিছুদিন।

স্বাগতিক দেশগুলো বরাবরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজেদের দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে। সমাপনী অনুষ্ঠানটিও হয়েছে আকর্ষণীয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়েছিল চীনের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস। এবারের অলিম্পিকে ইতিহাস গড়লেন ২৩ বছর বয়সী আমেরিকান সাতারু মাইকেল ফেলপস। মোট ৮ টি স্বর্ণ পদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। সাতটিতে নতুন বিশ্ব রেকর্ড। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে গড়া স্বদেশি সাতারু মার্ক স্পিখজ এর সাতটি সোয়া জেতার রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। একমাত্র মাইকেল ফেলপসের কারণেই এবারের বেইজিং অলিম্পিক ইতিহাস হয়ে থাকবে চিরদিন।



৮টি সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন সাতারু মাইকেল ফেলপস

এবারের অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ পদকটি জিতেন চেক প্রজাতন্ত্র। চেক প্রজাতন্ত্রের শুটার ক্যাট্রিনা ইমগই বেজিইং এর প্রথম স্বর্ণ কন্যা। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ৫০৩.৫ পয়েন্ট স্কোর করে এই ইভেন্টে গড়েছেন অলিম্পিক রেকর্ডও। উল্লেখ্য গত গ্রীস অলিম্পিকে এই ইভেন্টেই ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন ক্যাটরিনা। স্বাগতিকদেরও টার্গেট ছিল অলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণটি নিজেদের করে নয়া। এ ইভেন্টে ফেভারিট ছিলেন চীনের দু লি। কিন্তু এই চীনা মেয়েকে ৫ম স্থান নিয়েই ফিরতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। দু লি ব্যর্থ হলেও প্রথম দিন শুটিং এর দুটি স্বর্ণ চীনকে পদক তালিকার শীর্ষে এনে দেয়। স্বাগতিকদের পক্ষে প্রথম পদকটি জিতেন ২৫ বছর বয়সি মহিলা ভারোত্তলক চেন ঝিয়ে ঝিয়ে। ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে স্বর্ণ পদক জিতেছেন তিনি। আর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রথম স্বর্ণটি জিতেছেন ট্রিপল জাম্পার জেমস বি কনোলি। অলিম্পিকের পদক তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য খর্ব করার চ্যালেঞ্জ দিয়েই এবারের অলিম্পিক শুরু করেছিল চীন। প্রথম দিন ২ টি স্বর্ণ নিয়ে চীন শীর্ষে চলে আসে। ১ টি স্বর্ণ, ১ টি সিলভার ও ১ টি ব্রোঞ্জ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানে অবস্থান করে। অলিম্পিকের প্রথম বিশ্ব রেকর্ডটি হয় প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাতারু মাইকেল ফেলপস এই রেকর্ডটি করেন। এবারের অলিম্পিকে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন এই সাতারু।

প্রথম দিনের মত দ্বিতীয় দিনেও চীন পদক তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে। ৬ টি স্বর্ণ নিয়ে চীন প্রথম, ৩ টি স্বর্ণ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ কোরিয়া, ২ টি স্বর্ণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থানে আছেন। অলিম্পিকের তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় বিশ্ব রেকর্ডটি সৃষ্টি হয়। ১০০ মিটার বেকস্ট্রোকে জাপানের সাতারু কোসুকে তিকাজিমা এই বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এ ছাড়া এই দিনে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাতারু লিবি ট্রিকিট ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইএ ৫৬.৭৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। আরেকটি ইতিহাস গড়েছেন ভারত। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথম বারার মত কোন ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতলেন ভারত। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে চণ্ডীগড়ের ছেলে অভিনব বিন্দ্রা সোনা জিতে ভারতের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরন করেন। এর আগে ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে হকিতে সোনা জিতেছিলেন ভারত। ভারতকে ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হলো দ্বিতীয় স্বর্ণটি পেতে। অলিম্পিকের মেইন ইভেন্ট এবং সর্বাধিক পদক হচ্ছে আথলেটিক্সে। এই ইভেন্টে আমেরিকা এক কথায় অপ্রতিদ্বন্দী। আথলেটিক্সের আগ পর্যন্ত স্বাগতিক চীন আমেরিকার চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশী স্বর্ণ পদক পেয়ে এগিয়ে ছিল। এ অবস্থায় আমেরিকাকে শীর্ষ স্থান পেতে একমাত্র উপায় ছিল আথলেটিক্সের স্বর্ণগুলো ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো আমেরিকা। যারা মনযোগ দিয়ে মাঠে বা টিভিতে আথলেটিক্সের ইভেন্ট গুলো দেখেছেন তারা জ্যামাইকা নামের দেশটিকে মনে রাখবেন চিরদিন। ল্যাটিন

আমেরিকার দেশটি এবার আথলেটিক্সে আমেরিকার নিরংকুশ প্রধান্য খর্ব করে দিয়েছে। জ্যামাইকান খেলোয়াড়দের চেষ্টে বেড়াতে দেখা গেছে ট্রেকের সর্বত্র। পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ১০০ মিটারে দ্রুততম মানব ও মানবীর খেতাব জিতেছে এই দেশটির প্রতিযোগিরা। উসাইন বোল্ট ১০০মিটার, ২০০ মিটার ও ৪*১০০ মিটার রিলেতে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। ২০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ড করার পর এক মন্তব্যে তিনি বলেন- Its great, it is a dream come true – Bolt said.* I knew the track was fast, But I did not know It was this fast. I shocked. ১৯৮৪ সালের লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে আমেরিকান স্প্রিন্টার কার্ল লুইস এই দুই ইভেন্টে স্বর্ণ পেয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালের পর বিগত পাঁচটি অলিম্পিকে কেউ এ রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। এবার তিনি সে রেকর্ড ভেঙে দিলেন। আবার ১০০ মিটার ইভেন্টেও তিনি ১৯.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেন। এর আগের বিশ্ব রেকর্ডটি ছিল মাইকেল জনসনের। ১৯৯৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিকে তিনি এই রেকর্ডটি করে ছিলেন। মাইকেল জনসনের এক যুগের ও বেশী সময় ধরে রাখা রেকর্ডটি এবার ভেঙে দিলেন উসাইন বোল্ট। নতুন রেকর্ড ও স্বর্ণজয়ের পর এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, I feel good, I have just proved the world , I am a true Champion and with herd work anything is possible. This is more then I can handle, really Im a bit. Overwhelmed I didn't think a 200m record was on because I felt tired after the hearts. But I told everyone , I was going to come out here and leave everything on the Track and I did just that.

আথলেটিক্সে ইউ এস এ সর্বোচ্চ ২৩ টি পদক পেলেও জ্যামাইকা , কেনিয়া ও রাশিয়া স্বর্ণ পদকের দিক দিয়ে আমেরিকার ঠিক পিছনে অবস্থান নিয়েছে তারা। বরাবরের মত এবার আথলেটিক্সে কোন ষ্টার বা সুপার ষ্টার জন্ম দিতে পারেনি আমেরিকা। ট্রাকের সর্বত্র জামাইকানদের সবুজ বডারের হ্লুদ জার্সির পদচারণা মনে থাকবে চিরদিন।

সাতারে ছিল ইউ এস এর প্রাধান্য ছিল অনেকটা এক চেটিয়া। ১২ টি স্বর্ণ, ৯ টি রৌপ্য ও ১০ টি ব্রোঞ্জ পদক , মোট ৩১ টি পদক নিয়ে শীর্ষে আমেরিকা। পরের অবস্থানেই অষ্ট্রেলিয়া। ৬ টি স্বর্ণ, ৬ টি রৌপ্য ও ৮ টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তারা। ২ টি স্বর্ণ, ২ টি রৌপ্য ও ২ টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন তৃতীয় অবস্থানে।

গত গ্রীস অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল মোট ৮ টি। আর এবার চতুর্থ দিনেই হয়েছে ৯টি বিশ্ব রেকর্ড। ২০০০ সিডনি অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল ১৪ টি। আর বেইজিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড হলো ৩৮টি।

এবারের অলিম্পিক সাতারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে চীন। ১ টি স্বর্ণ, ২ টি রৌপ্য ও ৩ টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে সপ্তম অবস্থানে তারা।

জিমন্যাষ্টিক্সে চীনের সাফল্য ছিল একচেটিয়া। কাছেও আসতে পারেনি কেউ। ৯ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য ও ৪ টি ব্রোঞ্জ মোট ১৪ টি পদক নিয়ে শীর্ষে চীন। আমেরিকা পেয়েছে ২ টি স্বর্ণ। এছাড়া রোমানিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও পোল্যান্ড পেয়েছে একটি করে স্বর্ণ।



টেবিল টেনিসের সব গুলো স্বর্ণই জিতেছে চীন। শুটিংয়েও চীন শীর্ষে। মোট ১৫ টি ইভেন্টের ৫ টি স্বর্ণই পেয়েছে চীন। ইউ এস এ, চেক রিপাবলিক, ইউক্রেন প্রত্যেকে পেয়েছে ২ টি করে স্বর্ণ।

ভারোত্তলনের বিভিন্ন ওজন শ্রেণীতে মোট ১৮ টি স্বর্ণ পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়। রাশিয়া ৬ টি স্বর্ণ, ৩ টি রৌপ্য ও ২ টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১১ টি পদক পায়। জাপান ২ টি স্বর্ণ, ২ টি রৌপ্য, ২ টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে। ২ টি স্বর্ণ, ২ টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে জর্জিয়ার স্থান তৃতীয় স্থানে।

জুডোর ১৪ টি ইভেন্টে কেউই একচেটিয়া প্রধান্য বিস্তার করতে পারেনি। জাপান ৪ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য ও ২ টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে শীর্ষে থাকে। চীন ৩ টি স্বর্ণ ও ১ টি ব্রোঞ্জ নিয়ে জাপানের পাশাপাশি অবস্থান নেয়।

ট্রেক সাইক্লিং এ এবার ব্রিটেন ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বি। ১০ টি ইভেন্টের ৭ টিতেই স্বর্ণ জিতে ব্রিটেন। ট্রাক সাইক্লিং এর স্বর্ণ গুলো ব্রিটেনকে মোট পদক তালিকায় বেশ এগিয়ে দিয়েছে। এ ইভেন্টে মোট ১২ টি পদক জিতে ব্রিটেন। রোড সাইক্লিংয়েও ১ টি স্বর্ণ জিতে ব্রিটেন।

অলিম্পিক ফুটবলে শিরোপা অক্ষুন্ন রাখেন আর্জেন্টিনা। ফাইনালে তারা নাইজেরিয়াকে ১ – ০ গোলে পরাজিত করে। বিশ্বকাপ ফুটবলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিলের জন্য অলিম্পিকের শিরোপা সোনার হরিন হয়েই রইল।

বেইজিং অলিম্পিকে ছায়া ফেলেছে রাশিয়া – জর্জিয়ার যুদ্ধ। জর্জিয়ার আথলেটরা একসময় অলিম্পিক বর্জনের কথাও ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জর্জিয়ার প্রেসিডেন্টের অনুরোধে তারা তা প্রত্যাহার করেছেন। এছাড়া এবারের

অলিম্পিকে একজন আমেরিকান খুন হয়েছেন। তিনি ছিলেন আবার আমেরিকান মহিলা ভলিবল টিমের কোচের শ্বশুর। চীন – আমেরিকা সম্পর্ক শীতল হওয়ার আগেই চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও বার্তা পাঠিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে নেন।



অলিম্পিক ফুটবলে পর পর দুই বার চ্যাম্পিয়ন হলেন আর্জেন্টিনা

এবারের অলিম্পিকে আমেরিকাকে টেক্কা দিতে চীন ৪০ জনের ও বেশী বিদেশি কোচ নিয়োগ করেছিল। এদের বেশীর ভাগই কাজ করেছেন বাস্কেট বল, হকি, রোয়িং, ফেসিং, ক্যানো- কায়াক ও তায়কোয়ান্দতে। তেমনি আমেরিকা, অন্যান্য দেশও চীনকে বধ করতে নিয়োগ দিয়েছিল চীনের খ্যাত নামা কোচদের।





















অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৮০ টিও বেশী দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা। ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সার্কোজির মতো বিশ্ব নেতারা। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথম এত বেশী দেশের সরকার প্রধান কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চীন মানেইতো বাইরের পৃথিবীর কাছে এক রহস্যময় দেশ। সে দেশের প্রথম অলিম্পিক একটু অন্য রকম আমেজ দিবে এটাই স্বাভাবিক। মাইকেল ফেলপস এ কথাই বলেছেন আর মনে করিয়ে দিয়েছেন বারবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, বেইজিং অলিম্পিক সব অলিম্পিককে ছাড়িয়ে যেতেই ধরায় আবির্ভূত হয়েছে।

অলিম্পিকে বিভিন্ন দেশের ৫৬ জন আথলেট অংশ গ্রহন করতে পারেননি। গেমস শুরুর আগেই তারা নিষিদ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে গ্রীসের ১৬ জন, বুলগেরিয়ার ১১ জন, রাশিয়ার ১০ জন আর স্বাগতিক চীনের রয়েছেন ৩ জন ক্রীড়াবিদ রয়েছেন। এছাড়া আমেরিকার সাতারু জেসিকা হার্ডি, স্পেনের সাইক্লিষ্ট মাবিয়া ইজাবেল, ভারতের ভারোত্তলোক মনিকা দেবী ও রয়েছেন। এরা সবাই ডোপিং টেস্টে ধরা পড়েছেন অলিম্পিকের আগেই। এছাড়া অলিম্পিক চলাকালীন সময়েও ডোপিং এ ধরা পড়েছেন কয়েকজন। এবারের বেজিং এর নক্ষত্র মেলায় সুপার ষ্টার হিরোতে পরিনত হয়েছেন, মাইকেল ফলপস, উসাইন বোল্ট, ইয়েলেনা ইসিনবায়েভারা।

দর্শক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ফুটবলের দুই কিংবদন্তী ডিয়াগো ম্যারাডোনা ও পেলে। তবে দুজনের অলিম্পিক মিশন ছিল ছুরকম। স্বদেশি খেলোয়াড়দের উতসাহ দিতে আর্জেন্টিনা বাস্কেটবল ও ফুটবল দলের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছেন ম্যারাডোনা। আর পেলে এসেছিলেন ২০১৬ সালের অলিম্পিক গেমসের ভেন্যু হিসেবে রিওডি জেনিরোর প্রার্থতা দাবী জোরদার করার জন্য। তবে গেমস পল্লীতে ব্রাজিলিয়ান আথলেটদের সাথেও সময় কাটান তিনি।

পুরস্কার প্রাপ্ত সবগুলো দেশের পদক তালিকা -

No.	Country - Pays	Total
1	 République populaire de Chine	51 21 28 100
2	 États-Unis	36 38 36 110
3	 Russie	23 21 28 72
4	 Grande-Bretagne	19 13 15 47
5	 Allemagne	16 10 15 41
6	 Australie	14 15 17 46
7	 Corée du Sud	13 10 8 31
8	 Japon	9 6 10 25
9	 Italie	8 10 10 28
10	 France	7 16 17 40
11	 Ukraine	7 5 15 27
12	 Pays-Bas	7 5 4 16
13	 Jamaïque	6 3 2 11
14	 Espagne	5 10 3 18
15	 Kenya	5 5 4 14
16	 Biélorussie	4 5 10 19
17	 Roumanie	4 1 3 8
18	 Éthiopie	4 1 2 7
19	 Canada	3 9 6 18
20	 Pologne	3 6 1 10

No.	Country - Pays	Total			
21	 Hongrie	3	5	2	10
22	 Norvège	3	5	2	10
23	 Brésil	3	4	8	15
24	 République tchèque	3	3	0	6
25	 Slovaquie	3	2	1	6
26	 Nouvelle-Zélande	3	1	5	9
27	 Géorgie	3	0	3	6
28	 Cuba	2	11	11	24
29	 Kazakhstan	2	4	7	13
30	 Danemark	2	2	3	7
31	 Mongolie	2	2	0	4
32	 Thaïlande	2	2	0	4
33	 Corée du Nord	2	1	3	6
34	 Argentine	2	0	4	6
35	 Suisse	2	0	4	6
36	 Mexique	2	0	1	3
37	 Turquie	1	4	3	8
38	 Zimbabwe	1	3	0	4
39	 Azerbaïdjan	1	2	4	7
40	 Ouzbékistan	1	2	3	6
41	 Slovénie	1	2	2	5
42	 Bulgarie	1	1	3	5
43	 Indonésie	1	1	3	5
44	 Finlande	1	1	2	4
45	 Lettonie	1	1	1	3
46	 Belgique	1	1	0	2
47	 Estonie	1	1	0	2
48	 Portugal	1	1	0	2
49	 République dominicaine	1	1	0	2
50	 Inde	1	0	2	3
51	 Iran	1	0	1	2
52	 Bahreïn	1	0	0	1
53	 Cameroun	1	0	0	1
54	 Panama	1	0	0	1
55	 Tunisie	1	0	0	1
56	 Suède	0	4	1	5
57	 Croatie	0	2	3	5
58	 Lituanie	0	2	3	5
59	 Grèce	0	2	2	4
60	 Trinidad-et-Tobago	0	2	0	2

No.	Country - Pays	Total
61	 Nigeria	0 1 3 4
62	 Autriche	0 1 2 3
63	 Irlande	0 1 2 3
64	 Serbie	0 1 2 3
65	 Algérie	0 1 1 2
66	 Bahamas	0 1 1 2
67	 Colombie	0 1 1 2
68	 Kirghizistan	0 1 1 2
69	 Maroc	0 1 1 2
70	 Tadjikistan	0 1 1 2
71	 Afrique du Sud	0 1 0 1
72	 Antilles néerlandaises	0 1 0 1
73	 Chili	0 1 0 1
74	 Islande	0 1 0 1
75	 Malaisie	0 1 0 1
76	 Singapour	0 1 0 1
77	 Soudan	0 1 0 1
78	 Vietnam	0 1 0 1
79	 Équateur	0 1 0 1
80	 Arménie	0 0 6 6
81	 Chinese Taipei	0 0 4 4
82	 Afghanistan	0 0 1 1
83	 Israël	0 0 1 1
84	 Maurice	0 0 1 1
85	 Moldavie	0 0 1 1
86	 Togo	0 0 1 1
87	 Venezuela	0 0 1 1
88	 Égypte	0 0 1 1

Paris – 24-08-08
polash@yahoo.fr